১৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকায়

১২টি লাভজনক ব্যবসা

কর্মক্ষম মানুষ কাজের মধ্যে থেকে নিজের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ফিরছে। চাকরির আশায় না থেকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে শুরু করতে পারেন নানা রকম উৎপাদনশীল ব্যবসা।

সম্ভাবনাময় ১২টি ব্যবসার প্রোফাইল লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

দেশে প্রতিদিন বেকার মানুষের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর সবধরনের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বেকারত্বের অভিশাপে বিপর্যস্ত। তৃতীয় বিশ্বের এ গরিব দেশটির সবচেয়ে বড় সমস্যা কর্মের অভাব। মানুষের হাত-পা, শারীরিক ক্ষমতা এবং মেধা সবকিছু আছে, সে কাজ করতে চায়, কিন্তু কাজ নেই, কাজ করে সুন্দর জীবন যাপন করার অধিকার যেন মানুষের নেই। দেশে বড় বড় কারখানা তৈরির পরিবর্তে তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে কর্মক্ষম মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাই এখন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এবং প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারে। সাপ্তাহিক ২০০০ সব সময়ই তার পাঠকদের স্বল্প বিনিয়োগে নতুন এবং সম্ভাবনাময় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। এবার আমরা ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুঁজি খাটিয়ে কি কি রকম উৎপাদনমূলক ব্যবসা করা যায় তার একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করবো। যে ব্যবসাগুলোর ধারণা প্রান্তিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত নতুন। এগুলো ব্যক্তি অথবা বাইরের শ্রমিক না রেখে পারিবারিক শ্রম দিয়েও শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা ১৫টি ব্যবসা বেছে নিয়েছি যেগুলো গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ, অত্যাধুনিক কোনো মেশিনারি দরকার হয় না। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা লাভ করা যায়। এসব ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বাজারে ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে।

ব্যবসা ব্যাপারটা খুব সহজ কাজ নয়, আবার খুব কঠিনও নয়। ব্যবসা করতে হলে দরকার একটু সাহস, ঝুঁকি নেয়ার ক্ষমতা আর কোনো ধরনের ব্যবসার পারিপার্শ্বিক চাহিদা আছে তা বুঝতে পারা। দরকার পুঁজি। বিভিন্ন এনজিও এবং ব্যাংক ব্যবসা করার জন্য ঋণ দেয়। তবে সবার আগে জানতে হবে কোন ব্যবসাটা লাভজনক, সে ব্যবসা করতে গেলে কি কি জানতে হবে, কিভাবে শুরু করতে হবে, মেশিনারি এবং কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যায়, কিভাবে বাজারজাত করতে হবে, কত পুঁজি লাগবে এবং ঋণ কোত্থেকে পাওয়া যাবে এসব। বেসরকারি সংস্থা আইটিডিজি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসা ইউনিট দীর্ঘদিন ধরে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার জন্য দেশের নানা জায়গায় ঘুরে অনেকগুলো ব্যবসার খোঁজখবর নেয়। লাভজনক হতে পারে এমন ৩০টি ব্যবসার প্রোফাইল তারা তৈরি করেছে। তার মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন এবং বেশি লাভজনক ১৫টি ক্ষুদ্র ব্যবসা আমরা পাঠকদের জন্য মনোনীত করেছি।

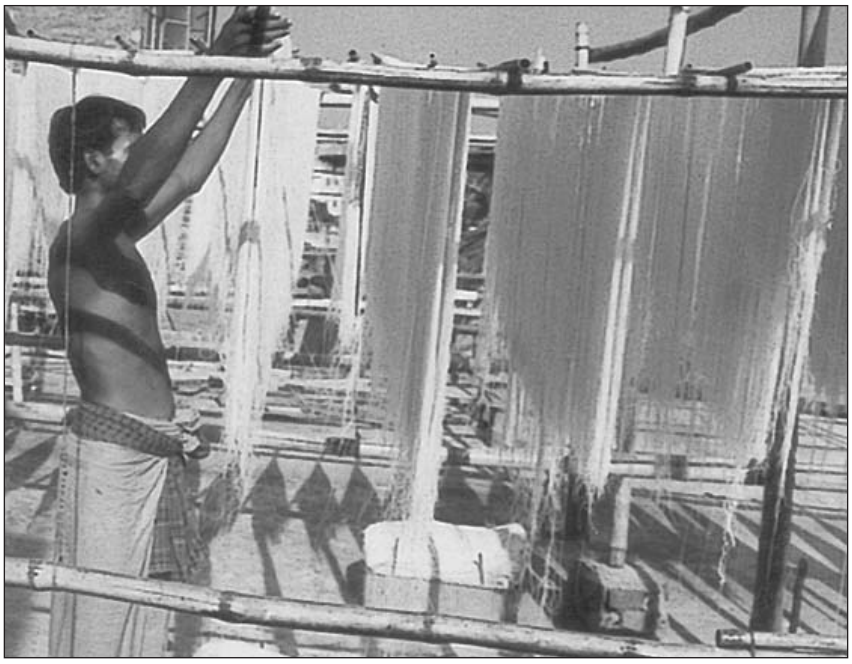

মেশিনে সেমাই তৈরির পর রোদে শুকানো হচ্ছে

কালার চিপস্ তৈরির ব্যবসা

চিপস্ বেশ মুখরোচক ও মজাদার খাবার। শিশু-কিশোরদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। স্বল্প পুঁজি

বিনিয়োগ করে যারা কিছু একটা করতে চান তারা কালার চিপস্ তৈরির ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এটি তৈরি ও বিক্রি সহজ, যৎ সামান্য কারিগরি জ্ঞান নিয়েই শুরু করা যায়। ছোট আকারে করলে পারিবারিক শ্রম দিয়েই চালিয়ে নেয়া যায়। পারিবারিকভাবে চালালে ২৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা দিয়েই শুরু করা যায়। ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ২/৩ জন শ্রমিক নিয়ে মাঝারি আকারের ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এটা তৈরিতে বেশি উপকরণ দরকার হয় না। কিছু স্থায়ী উপকরণ যেমন, স্লাইসার, কড়াই, গামলা, ওয়েট ব্যালেন্স, চিকন কাঠি, ছুরি, সিলিং মেশিন হলে চলে। আপনি কি পরিমাণ চিপস্ দৈনিক উৎপাদন করতে চান তার ওপর এসব যন্ত্রপাতির পরিমাণ নির্ভর করে। চিপস্ তৈরির কাঁচামাল স্থানীয় পর্যায়ে পাওয়া যায়। কাঁচাকলা (সাগর), সয়াবিন তেল, ভিনেগার, বিট লবণ, গোল মরিচ, পলি প্রোপাইলিন এবং জ্বালানি হলেই যথেষ্ট।

১৪০ কেজি চিপস্ তৈরির জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন

উপকরণের নাম	পরিমাণ বা সংখ্যা	প্রতি একক উপকরণের মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য
কাঁচাকলা (বড়)	৪২০ কেজি	১২	৫০৪০ টাকা
তেল (সয়াবিন)	৪২ কেজি	৪০	১৬৮০ টাকা
ভিনেগার	২৮০ লিটার	২	৫৬০ টাকা
বিট লবণ	৭ কেজি	৩০	২১০ টাকা
গোল মরিচ	১.৪ কেজি	২০০	২৮০ টাকা
পরিবহন খরচ	২ দিন	১০০	২০০ টাকা
প্যাকেজিং খরচ	১৪০ কেজি	২	২৮০ টাকা
শ্রমিক খরচ	প্রতিদিন ৩ জন করে ৭ দিন	৪০	৮৪০ টাকা
জ্বালানি খরচ	প্রতিদিন ১০০ কেজি করে ২ দিন	৫	১০০০ টাকা
বাজারজাতকরণ খরচ	৫ দিন	৭৫	৩৭৫ টাকা
		মোট খরচ	১০,৪৬৫ টাকা

চিপস্ তৈরি

চিপস্ তৈরির প্রক্রিয়া বেশ সহজ। প্রথমে পরিপুষ্ট ও দোষমুক্ত কাঁচামাল খোসা ছাড়িয়ে ৫-১০ মিনিট ভিনেগারে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর স্লাইসার দিয়ে কলাগুলো কেটে গরম তেলে ভেজে একটু ঠান্ডা করে বিট লবণ ও মসলা গুঁড়া মিশাতে হবে। বাতাস না ঢোকে এমনভাবে প্যাকেটে ভরে মুখ আটকে দিতে হবে। তারপর পাইকারি অথবা খুচরা দোকানদারের কাছে আপনি বিক্রি করতে পারেন।

সাধারণত ৩ কেজি কাঁচাকলা থেকে ১ কেজি চিপ্স তৈরি করা যায়। ধরা যাক বাজার চাহিদা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী আপনি যদি দৈনিক অথবা সপ্তাহে ১৪০ কেজি চিপস্ তৈরি করতে চান তবে আপনার কাঁচামাল লাগবে ১০ হাজার ৪৬৫ টাকা, যন্ত্রপাতি বাবদ খরচ ৬২০ টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে ১৪০ কেজি থেকে আপনার নিট লাভ ২ হাজার ৮১৫ টাকা। (বিস্তারিত বক্স-১)

খেলনা তৈরির ব্যবসা

প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ খেলনা আমদানি হয়। '৯০ দশকের আগে পুরোটাই ছিল প্রায় আমদানি নির্ভর। এরপর থেকে বেশ কয়েকটি খেলনা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। তাই এ খাতে বিনিয়োগ বেশ লাভজনক। ছোট আকারের একটি প্লাস্টিক খেলনার কারখানা শুরু করতে ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। এতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় তার সবই স্থানীয় কারখানায় তৈরি করা যায়। যন্ত্রপাতি তৈরিতে ৩০-৩৫ হাজার টাকা লাগবে।

খেলনা উৎপাদন প্রক্রিয়া

প্লাস্টিকের খেলনা তৈরির কাঁচামাল হলো, মারলেস পাউডার, এল গাথেন পাউডার, পিপি পাউডার, রিপিট, ব্যাগ, রশি, চায়না রং (লাল, নীল ও রূপালী)। এসব কাঁচামাল ঢাকার চকবাজার এবং উর্দু রোডে পাওয়া যায়। এর কারিগর পাওয়া সমস্যা নয়, কারণ যে কাউকে কয়েকদিন প্রশিক্ষণ দিলেই দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়।

যে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় তা হলো, স্ট্যাম্প মেশিন, বৈদ্যুতিক হিট মেশিন, হাত পাম্প। কম্প্রেসার, কাটলিং মেশিন এবং প্রয়োজন মাফিক ডাইস। বৈদ্যুতিক মেশিনে পাউডার ঢেলে দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে খেলনা তৈরি হয়। যেমন-

ক. পরিমাণ মতো পিপি পাউডার স্ট্যাম্প মেশিনে ঢালা।

খ. হিট মেশিনে গলিয়ে ডাইসের মধ্যে দেয়া।

গ. ডাইসে যাওয়ার পর পরই কম্প্রেসার মেশিনে হাওয়া দেয়া।

ঘ. কিছুক্ষণ পর ডাইসটি খোলা।

ঙ. খোলার পরই খেলনাটি হাত দিয়ে বের করা।

চ. খেলনাটি ধারালো চাকু অথবা ব্লেড দিয়ে ফিনিশিং করে প্যাকেট করা।

খেলনা তৈরির ব্যবসা বেশ লাভজনক। মেশিনারি কেনা বাবদ ৩৬ হাজার টাকা স্থায়ী মূলধন, ২০ হাজার টাকা চলতি মূলধন এবং ২৪ হাজার টাকা মাসিক উৎপাদন খরচ নিয়ে ছোট আকারের একটি কারখানা গড়ে তুললে আপনি মাসে অন্তত ২৭৮ গ্রোস তৈরি করতে পারবেন। যা বিক্রি করে প্রতিমাসে উৎপাদন খরচ ছাড়া লাভ হবে প্রায় ১৬ হাজার টাকা।

বিনিয়োগ বেশি করলে লাভ আনুপাতিক হারে বাড়বে।

খেলনার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। পণ্যের মান ঠিক রেখে ডিজাইন ও রং-এ বৈচিত্র্য আনতে পারলে বাজার ধরা খুবই সহজ। পাইকারি ব্যবসায়ীরা উৎপাদকদের কাজ থেকে এসে খেলনা নিয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ভ্যারাইটি স্টোরগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে। আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং রঙের সমন্বয় ঘটাতে পারলে বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

টমেটো কেচাপের ব্যবসা

আমাদের দেশে মৌসুমে প্রচুর টমেটো

সাবান তৈরির জন্য পুঁজি লাগে কম। কিন্তু লাভ বেশি

উৎপন্ন হচ্ছে। যেসব এলাকায় প্রচুর টমেটো পাওয়া যায় সেখানে অল্প পুঁজিতেই টমেটো কেচাপ তৈরির ব্যবসা শুরু করা যায়। এ ব্যবসা বেশ লাভজনক। অনেক মহিলা ঘরে বসে টমেটো কেচাপ তৈরি করে বিক্রি করছেন।

১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে বাড়তি কোনো শ্রমিক না নিয়েই পারিবারিকভাবে ব্যবসাটা শুরু করা যায়। অভিজ্ঞতা না থাকলেও অল্প সময়েই শিখে নেয়া যায়। কেচাপ তৈরিতে কিছু স্থায়ী উপকরণ দরকার হয় যেমন- গামলা, ছুরি, কাঠের পিঁড়ি, সসপ্যান, বাঁশের চালনি, ওয়েট ব্যালান্স, চামচ, মসলা রাখার পাত্র, প্লাস্টিক বৈয়ম, মশারির নেট, কাচের বোতল, কাপ সিলিং মেশিন (ছোট) এবং লেবেল। এসবই আপনি পাবেন ঢাকার নবাবপুরে। কেচাপ তৈরির প্রাচীন কাঁচামাল টমেটো ছাড়াও লাগবে পিঁয়াজ, রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ, দারুচিনি (পাউডার), শুকনা মরিচ (পাউডার), লবণ, চিনি, ভিনেগার এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট।

পারিবারিক শ্রম দিয়ে টমেটো কেচাপ তৈরি করা যায়

কেচাপ যেভাবে তৈরি হয়

পাকা ও দোষমুক্ত টমেটো টুকরো করে কেটে বীচি ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে চালনি দিয়ে রস সংগ্রহ করুন। এরপর টমেটোর রসে মসলার ব্যাগ তিন ভাগের এক ভাগ চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। জ্বাল দিয়ে তিন ভাগের একভাগে নিয়ে আসুন। মসলার ব্যাগটি তুলে ভিনেগার, লবণ ও বাকি চিনি মিশিয়ে একটু জ্বাল দিয়ে বোতলের উপরিভাগে সামান্য খালি জায়গা রেখে বায়ুহীনভাবে মুখ বন্ধ করতে হবে। ঠান্ডা হলে লেভেলিং করে বাজারজাত করতে হবে।

ভালো মানের কেচাপ তৈরি করতে পারলে বাজারজাতকরণ সহজ। শহরে খাবার বা ফাস্টফুডের দোকানে বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য হরদম কেচাপ ব্যবহার হচ্ছে। বেকারি, কনফেকশনারি এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে বিক্রি করা যেতে পারে। আপনি নিজে ব্রান্ডিং করে বিক্রি করতে পারেন অথবা বড় বড় ফুড কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দেয়া যেতে পারে তারাই ব্রান্ডিং করে বিক্রি করবে। শরিয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী প্রভৃতি জেলায় প্রচুর টমেটো উৎপাদন হয়। মৌসুমের সময় এর প্রতি কেজির দাম ২ টাকায় নেমে আসে। মৌসুমে প্রক্রিয়াজাত বা টমেটো মন্ড তৈরি করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে সারা বছরই কেচাপ তৈরি করা যায়। (আয়-ব্যয়- বক্স-৩)

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি

দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে, ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের চাহিদাও বাড়ছে দ্রুত। ক্যাবল, মিটারের মতো সরঞ্জামগুলো তৈরিতে উচ্চ প্রযুক্তি এবং বেশি মূলধন প্রয়োজন হলেও হোল্ডার, সুইচ, প্লাগ ইত্যাদি স্বল্প পুঁজিতে সহজেই তৈরি করা যায়। বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচার্স এসোসিয়েশন ২, শহীদ নজরুল ইসলাম রোড, হাটখোলা ঢাকা এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর গ্রুপভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

এ কাজ শুরু করতে বেশ কিছু স্থায়ী উপকরণ লাগে। যেমন- অ্যাঙ্গেল বার টেবিল (৮ ফুট লম্বা) টুল, চৌকি, বেকেলাইট মেশিন, কাটার মেশিন, বেঞ্চ ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, মোটর, বব মেশিন টপ মেশিন, ইলেট্রিক ফ্যান, হ্যান্ড টুলস এবং ডাইস।

এই উপকরণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ডাইস। ডিজাইন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাইসের পরিবর্তন হয়। ডাইস ও অন্যান্য মেশিনারি পাবেন জুরাইন, যাত্রাবাড়ী ও ধোলাইখাল এলাকার লেদ কারখানাগুলোতে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে বেকেলাইট পাউডার সাদা ও কালো, পাতি, স্প্রিং, পিতল, দোলনা, ব্রিজ, বিভিন্ন মাপের স্ক্রু, যব ক্লথ, তারপিন। এসব পাওয়া যাবে নবাবপুর মার্কেটের ইলেক্ট্রিক্যাল কাঁচামাল

খেলনা তৈরির কারখানার স্থায়ী মূলধন

মেশিনের বিবরণ	পরিমাণ	ইউনিট	মোট টাকা
স্ট্যাম্প মেশিন	৬টি	২৫০০/=	১৫,০০০/=
ডাইস	১০টি	১২০০/=	১২,০০০/=
টেবিল	২টি	২০০০/=	৪০০০/=
হাত পাম্প/কম্প্রেসার মেশিন	৬টি	১২০/=	৭২০/=
ফাইলিং মেশিন	১টি	১০০০/=	১০০০/=
মোট	২৫টি		৩২,৭২০/=

বিক্রেতাদের কাছে।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন পদ্ধতি

ব্যাকেলাইট মেশিনের পাশে একটি পাত্রে পাউডার রাখতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট ডাইস মেশিনের প্লেটে সেট করতে হবে। পাত্র থেকে পরিমাণ মতো পাউডার নিয়ে ডাইসে ঢালতে হবে। তারপর মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ডাইসের ওপর চাপ দিতে হবে। চাপ প্রয়োগের পর মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ডাইস বের করে আলাদা করতে হবে। তারপর ভেতরের উৎপাদিত পণ্যাদি বের করে আনতে হবে। পণ্যের বর্ধিত অংশ কাটিং মেশিনের সাহায্যে কাটিং করতে হবে। এরপর ড্রিল মেশিনের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র করার পর পণ্যটিকে সুন্দর করার জন্য যব মেশিনের সাহায্যে ফিনিশিং করতে হবে। এরপর স্ক্রু, পিতল, দোলব্রিজ দিয়ে ফিটিং করতে হবে এবং প্যাকেট করে বাজারজাত করতে হবে।

গ্রাম কিংবা শহরের পাইকারি দোকানদারদের কাছে উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রি করতে হবে। আয়ের দিক থেকে এটি একটি লাভজনক কাজ। ছোট আকারের একটি কারখানায় এক উৎপাদন চক্রে ৬০০ ডজন পণ্য উৎপাদন হয়ে থাকে। যা পাইকারি বিক্রি করে অন্তত নিট লাভ হবে ৯ হাজার টাকা। আপনার বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন এবং লাভ দুটোই বাড়বে।

৬০০ বোতল কেচাপ তৈরির আয়-ব্যয়

বিক্রি ৬০০ (প্রতি বোতল ৩৫ টাকা)	২১,০০০ টাকা
খরচ- কাঁচামাল ও অন্যান্য খরচ	১৪,৯৫৫ টাকা
স্থায়ী খরচ (উপকরণ ক্ষয়)	৮০ টাকা
মোট খরচ	১৫,০৩৫ টাকা
লাভ	৫,৯৬৫ টাকা

আজকাল অনেক মহিলা বাড়িতে টমেটো কেচাপ তৈরি করে বিক্রি করছেন

সেমাই তৈরি

ক্ষুদ্র উদ্যোগ হিসেবে সেমাই তৈরি একটি লাভজনক কাজ। একটি ক্ষুদ্র আকারের সেমাই তৈরির ব্যবসা শুরু করতে সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার পুঁজি লাগে। সেমাই তৈরির জন্য যেসব উপকরণ লাগে তার সংখ্যা ব্যবসার আকারের ওপর নির্ভর করে। যেসব উপকরণ দরকার হয় সেগুলো হলো, সেমাই তৈরির মেশিন, ফিতা, বেল্ট, কড়াই, চাকতি, বিয়ারিং, ড্রাম, মগ, টেবিল, চেয়ার, টুল, ভ্যানগাড়ি, বস্তা এবং বাঁশ। সেমাই তৈরির প্রধান কাঁচামাল ময়দা। একটি ক্ষুদ্র আকারের কারখানায় সপ্তাহে ২০-৩০ মণ ময়দার সেমাই তৈরি হতে পারে। এতে খরচ হবে ৯ হাজার থেকে ১৩ হাজার টাকা। যা বিক্রি শেষে নিট লাভ হবে ৫ হাজার টাকার বেশি। সেমাই তৈরির জন্য ১ কেজি ময়দার সঙ্গে ১ কেজি পানি এবং ১ চা চামচ রঙ এই অনুপাতে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমে একটি পরিষ্কার পাত্রে ময়দা নিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো জাফরান রঙ ভালোভাবে ময়দার সঙ্গে মেশাতে হবে। এরপর রং মেশানো ময়দাতে আস্তে আস্তে পানি ঢেলে মাখতে থাকুন। পানি মেশানো শেষ হলেও খামির খুব মিহি মিহি না হওয়া পর্যন্ত মাখতেই হবে। এরপর সেমাই তৈরির মেশিনে খামির ঢেলে মেশিন চালাতে থাকুন। চিকন হয়ে চাকতি দিয়ে সেমাই বের হতে থাকবে। সেমাই বের হলে লম্বা লম্বা করে কেটে রোদে শুকাতে দিন। শুকানোর পর প্যাকেট বা খাঁচায় ভরে বাজারজাত করুন। পাইকারি দরে মুদি দোকানে, আড়তদারের কাছে বা খোলাবাজারে খুচরা দরে আপনি সেমাই বিক্রি করতে পারেন।

প্যাকেজিং ব্যবসা

কোনো পণ্যের বাজার চাহিদা তৈরি করতে হলে যেমন পণ্যের গুণগতমান ঠিক রাখা দরকার, তেমনি পণ্যটি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন না করতে পারলে বাজার চাহিদা তৈরি করা কঠিন। পণ্যের প্যাকেট বা মোড়ক পণ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বৈদেশিক বাজার পেতেও দরকার সুন্দর প্যাকেজিং। সুন্দর প্যাকেট তৈরি হয় উন্নত কাগজ, আকর্ষণীয় রঙ, নকশা, পণ্যের চিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে। প্যাকেজিং ব্যবসা একটি সৃজনশীল কাজ। দিন দিন এ কাজের চাহিদা বাড়ছে। একক বা যৌথ উদ্যোগে আপনিও এ ব্যবসা শুরু করতে পারেন। ছোট আকারের একটি প্যাকেজিংয়ের ব্যবসা শুরু করতে ৪০/৫০ হাজার টাকা পুঁজি লাগে। ব্যবসা বড় করতে হলে পুঁজি বাড়বে আনুপাতিক হারে।

এ ধরনের ব্যবসায় দ্রুত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। আজকে পুঁজি বিনিয়োগ করে আজকেই আয় করা সম্ভব। তবে এই ব্যবসার উদ্যোক্তাকে সৃজনশীল ও ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার কৌশল রপ্ত করতে হবে।

বাক্স প্রস্তুত প্রণালী

এক প্রকার নরম বোর্ড দিয়ে বাক্স তৈরি

ক্ষুদ্র উদ্যোগতাদের জন্য মিল্ক টফি একটি আদর্শ ব্যবসা

হয়। বাজারে ১১-১৩ শত টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের শিট পাওয়া যায়। এই শিটগুলো কাগজ কাটার মেশিন দিয়ে বাক্সের সাইজ মতো আগেই কেটে নিয়ে ক্রিজ মেশিন দিয়ে ভাঁজ করা হয়। পরে তা আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হয়।

ছোট আকারের একটি প্যাকেজিং কারখানার জন্য ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে। সেগুলো হলো- বোর্ড কাটিং মেশিন, ক্রিজ মেশিন, কড়াই, চুলা, কাঁচি, স্কেল, বাটি, ব্রাশ, খুনতি, চৌকি। যন্ত্রপাতিগুলো নবাবপুরের ওয়ার্কশপগুলোতে পাবেন।

কাঁচামাল হিসেবে লাগবে বোর্ড কাগজ, সাদা-লাল কাগজ, ময়দা, তুইতা, তেল ও কাঠ। একবার দেখে নিলে যে কেউ এ কাজ করতে পারে। কাপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, জুতার দোকান ইত্যাদি বাক্সের ক্রেতা। এছাড়া বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো থেকে অর্ডার নিয়ে আপনি চাহিদা মতো বাক্স সরবরাহ করতে পারেন। এ ব্যবসায়ে ভালো করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মিল্ক টফি তৈরি

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য মিল্ক টফি তৈরি একটি আদর্শ ব্যবসা হতে পারে। কেননা, এতে পুঁজি লাগে কম কিন্তু মুনাফা তুলনামূলকভাবে বেশি। মাত্র ২০০০ থেকে ২৫০০ টাকা দিয়ে এই ব্যবসায় নামা যায়। বড় আকৃতির ব্যবসা করতে গেলে পুঁজি স্বাভাবিকভাবে বাড়াতে হবে। এজন্য যেসব স্থায়ী উপকরণ প্রয়োজন হবে তা হলো সসপেন বা কড়াই, ওয়েট ব্যালান্স, স্টেইনলেস স্টিলের ট্রে, স্টেইনলেস স্টিলের কাটার। কাগজ, পলি প্রোপাইলিন ব্যাগ, গ্রাইন্ডিং মেশিন, থার্মোমিটার। এর কাঁচামাল দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। কাঁচামালগুলো হলো- চিনি, গুঁড়োদুধ, বাদাম, এলাচ, ভেনিলা, রঙ এবং পানি।

প্রথমেই মিল্ক টফি তৈরির উপকরণগুলো সঠিকভাবে মেপে নিতে হবে। গুঁড়ো দুধের সঙ্গে পরিমাণ মতো চিনি ও পানি মিশিয়ে দানাহীন মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। মিশ্রণ ঘন ও আঠালো হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে এবং বাদাম গুঁড়ো, এলাচ বীচি, ভেনিলা এবং রঙ ভালোভাবে মেশাতে হবে। জ্বাল দেয়া টফি ট্রেতে ঢেলে ঠান্ডা করে কাটার বা ছুরি দিয়ে নির্দিষ্ট সাইজ করে কেটে পাতলা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে। খুচরা ও পাইকারি দু'ভাবেই মিল্ক টফি বিক্রি করা যায়। মুদি দোকান, বেকারি ছাড়াও মিষ্টির দোকানে আপনি পাইকারি দরে সরবরাহ করতে পারেন।

ঢাকার গার্ডেন রোডের শামসুন নাহার একজন মিল্ক টফি প্রস্তুতকারী। মাত্র ২০০ টাকা দিয়ে তিনি এই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি বনফুল মিষ্টির দোকানে তার টফি প্রতিদিন বিক্রি করছেন। তার ব্যবসা ক্রমশ বড় হয়েছে। আপনি যদি বড় আকারের ব্যবসা করতে চান সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেয়া ভালো।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির যন্ত্রপাতি

নারকেল ছোবড়ার জিনিস

দেশের প্রায় সব অঞ্চলে নারকেলের চাষ হয়। সহজপ্রাপ্য নারকেলের ছোবড়া দিয়ে সহজ প্রযুক্তিতে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করা সম্ভব। এসব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ রয়েছে।

১০/১২টি নারকেল থেকে ১ কেজি আঁশ পাওয়া যায়, যার মূল্য ১৫-২০ টাকা। ছোবড়া থেকে আঁশ সাধারণত দু'ভাবে তৈরি করা যায়। প্রথমত হাতে পিটিয়ে, দ্বিতীয়ত মেশিনের সাহায্যে। মেশিনে তৈরি আঁশ উন্নতমানের, সময় লাগে কম এবং বেশি পরিমাণে পণ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। এক এলাকায় একটা মেশিন থাকলে ঐ এলাকায় সকলে তা থেকে আঁশ তৈরি করে নিতে পারে। একটি অটোমেটিক মেশিন প্রতিদিন ২০-৩০ মণ আঁশ তৈরি করে। দেখে নিলে যে কোনো মহিলা বা পুরুষ অতি সহজেই শিখে নিতে পারে। তৈরি পণ্য বিক্রি করাও তেমন কষ্টকর কাজ নয়। ছোবড়ার তৈরি রশি, ওয়ালমেট এবং পাপোশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সর্বত্র। এ ব্যবসার জন্য কিছু স্থায়ী উপকরণ দরকার হবে সেগুলো হলো হাতুড়ি, তারকাঁটা, পাঞ্জা, কাঠের ফ্রেম, মুগুর, হোগলা, আচাড়, তাঁত, কাঁচি, চ্যাড়া, সুঁচ, বাতি, ব্রাশ, ঝাড়, পিঁড়ি, রশি কাটা কল, রশি

মোটামুটি আকারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা

প্রয়োজনীয় উপকরণ	সংখ্যা	দর	মোট খরচ
অ্যাঙ্গেলবার টেবিল ৮ ফুট লম্বা	১	২,০০০/=	২,০০০/=
টুল	৫	৫০/=	২৫০/=
চৌকি	২	৩০০/=	৬০০/=
বেকেলাইট মেশিন	৪	৫,০০০/=	২০,০০০/=
কাটার মেশিন	১	৫,০০০/=	৫,০০০/=
বেঞ্চ ড্রিল মেশিন	১	৭,০০০/=	৭,০০০/=
গ্রাইন্ডিং মেশিন	১	১,৫০০/=	১,৫০০/=
মোটর	১	৩,৫০০/=	৩,৫০০/=
ববমেশিন	১	২,০০০/=	২,০০০/=
টপ মেশিন	২	৫০০/=	১,০০০/=
ইলেক্ট্রিক ফ্যান	২	১,৫০০/=	৩,০০০/=
হ্যান্ড টুলস্	১ সেট	২,৫০০/=	২,৫০০/=
ডাইস	৬	৫,০০০/=	৩০,০০০/=
		মোট খরচ	৭৮,৩৫০/=

সেমাই তৈরির যন্ত্রপাতি

সেমাই মেশিন	১টা	১৫,০০০ টাকা
ফিতা/বেল্ট	১টা	১৭৫ টাকা
কড়াই	২টা	১,০০০ টাকা
চাকতি	৬টা	৩০০ টাকা
বিয়ারিং	৪টা	৩২০ টাকা
ড্রাম	১টা	৫০০ টাকা
মগ	২টা	৫০ টাকা
টেবিল	১টা	১,০০০ টাকা
চেয়ার/টুল	২টা	২০০ টাকা
ভ্যানগাড়ি	১টা	২,০০০ টাকা
বস্তা	-	১,০০০ টাকা
	মোট	২২,৫৪৫ টাকা

প্যাকেজিং একটি সৃজনশীল ব্যবসা

পাকানো কল, চিরুনি। এসব উপকরণ কিনতে ২০০০ টাকার বেশি প্রয়োজন হবে না। কাঁচামাল ও অন্যান্য খরচের জন্য কি পরিমাণে চলতি পুঁজি লাগবে তা নির্ভর করে ব্যবসার আকার ও কাঁচামালের মজুদের ওপর। ছোট আকারের একট ছোবড়ার ব্যবসায় সাধারণত ১৫০০-২০০০ টাকার কাঁচামাল ও অন্যান্য খরচই যথেষ্ট। এর কাঁচামাল হলো ছোবড়া, রঙ এবং রেড অফসাইড ইত্যাদি। নারকেলের ছোবড়া থেকে আঁশ, আঁশ থেকে রশি ও পাপোশ, রশি থেকে কার্পেট, রশি ও আঁশ দিয়ে ঝাড়, রশি দিয়ে চেইন, চেইন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় নকশি করা পাপোশ ও ঘর সাজানোর দ্রব্য যেমন প্রজাপতি, ফুল, হরিণ, হাতি ইত্যাদি তৈরি হতে পারে। এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। তৈরি করতে পারলে বাজার আপনার জন্য প্রস্তুত আছে।

চক তৈরি

চক একটি বহুল প্রচলিত পণ্য। বর্তমানে দেশে দু'ভাবে চক তৈরি করা হয়। প্রথমত মাঝারি থেকে বড় আকারের উদ্যোক্তা কর্তৃক উন্নত কারিগরি পন্থায় উৎপাদন এবং দ্বিতীয়ত স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বল্প পরিসরে ব্যবসায়িক উৎপাদন। এ ধরনের ব্যবসা পারিবারিক পর্যায়ে ৩০ হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে শুরু করা যায়। তবে বড় আকারে কারখানা করতে পারলে এটা আরো বেশি লাভজনক হয়।

ক্ষুদ্র আকারে চক তৈরির কারখানা নির্মাণের জন্য মেশিনারি প্রয়োজন হয় না, এজন্য প্রয়োজন হয় কড়াই, বালতি, মগ, জগ, টেবিল, কাঠের ট্রে, চামচ, পাল্লা, বিকার/পানি মাপার যন্ত্র, ডাইস/ফরমা। কাঁচামাল হিসেবে লাগবে প্লাস্টার অব প্যারিস, চায়না ক্লে, তুঁতে, ময়দা, সয়াবিন তেল, নীল এবং পানি।

সাবান তৈরি

সাবান তৈরি লাভজনক ব্যবসা। সামান্য পুঁজিতে এ ব্যবসা শুরু করা যায়। ব্যবসা চালানোও সহজ। মূলত কাপড় কাচার সাবান দিয়ে এ ব্যবসা শুরু করা ভালো। কারণ এটা সহজ এবং ঝুঁকি কম। একটা ছোট সাবান কারখানা তৈরিতে দেড় লাখ টাকা বিনিয়োগে শুরু করা যায়। সাবান কারখানার জন্য যে সব স্থায়ী উপকরণ লাগবে তাহলো কড়াই, বালতি, সাটিং মেশিন, কাটিং মেশিন, ডাইস, হাতা, চামচ, চালনি, কুরনী এবং বাক্স (সাবান ঢালার জন্য)।

সাবান তৈরির জন্য যেসব কাঁচামাল লাগে তাহলো নারকেল তেল, চর্বি, সিলিকেট, তরল কস্টিক, ফ্যাটি এসিড, ন্যাপথলিন, বাড, পলিথিন ও কার্টুন, পামওয়েল, তিলের তেল, রেড়ির তেল, পুলিং ওয়েল ইত্যাদি।

সাবান তিনভাবে তৈরি হয়। ১. শীতল বা ঠান্ডাভাবে ২. আধা সেদ্ধভাবে ৩.সম্পূর্ণ সেদ্ধভাবে। সাবান তৈরির জন্য প্রথমে শক্ত কোনো পাত্রে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে তার

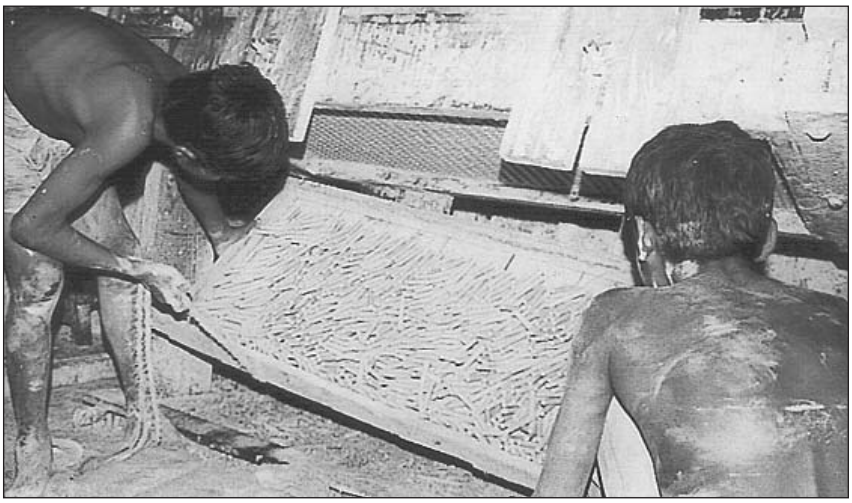

ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েই চক তৈরির করার ব্যবসা শুরু করা যায়

মধ্যে সাবধানে কস্টিক সোডা ঢালুন, মেশানোর পর ঠান্ডা হওয়ার জন্য পুরো একদিন নিরাপদ জায়গায় রেখে দিন। এরপর কড়াইয়ে নারকেল তেল ঢেলে একটু নাড়াচাড়া করুন। নাড়াচাড়া করে ঠান্ডা করে তাতে আগের দিনের তৈরি কস্টিক সোডা ও পানির মিশ্রণটি এই তেলে ঢেলে অন্তত ৪৮ মিনিট নাড়িয়ে ঘন করে নিন। এরপর ডাইসে ঢালুন এবং চট/ছালা বা কম্বল দিয়ে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা ঢেকে রাখুন। এরপর পাটালির মতো শক্ত হয়ে আসা সাবানে সিল মেরে বা কেটে সাইজ করুন।

প্যাকেজিং ব্যবসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

নাম	পরিমাণ	টাকা
বোর্ড কাটিং মেশিন	১টি	২০,০০০/=
ক্রিজ মেশিন	১টি	১৫,০০০/=
কড়াই	১টি	২০০/=
চুলা	১টি	১৫০/=
কাঁচি	১টি	১০০/=
স্কেল	১টি	৩০/=
বোল	১টি	৮০/=
বাটি	১টি	৩০/=
ব্রাশ (কাঠের)	১টি	৪০/=
খুনতি	১টি	৩০/=
চৌকি	১টি	১৫০/=
মোট		৩৫,৮১০ টাকা

চপ্পল তৈরির ব্যবসা

পুঁজি একটু বেশি লাগলেও রাবারের চপ্পল তৈরি বেশি লাভজনক ব্যবসা। চপ্পল ও ফিতা তৈরির যন্ত্রপাতি কিনতে প্রায় ১৭ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে। তবে শুধু চপ্পল বা ফিতা তৈরি করতে চাইলে অর্ধেক লাগবে। চপ্পল তৈরিসহ পূর্বে আলোচিত সবগুলো ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অথবা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিতে স্মল এন্টারপ্রাইজ ইউনিট, আইটিডিজি বাংলাদেশ, বাড়ি নং-২৭, রোড নং-১৩ এ ধানমন্ডিতে যোগাযাগ করতে পারেন।

উপরোক্ত ব্যবসাগুলো ছাড়াও চানাচুর তৈরি, ছাগল পালন, চটপটি তৈরি, গোলাপজল তৈরি, সব্জি চাষ, আখের রস তৈরি, মুরগি পালন, মোমবাতি তৈরি, ব্লক প্রিন্টিং, নার্সারি, সেলাই, গরু মোটা তাজাকরণ, পাপড় তৈরি, মুরগির ব্যবসা, পাটি তৈরি, আগরবাতি তৈরি, গাভী পালন, মৌমাছি পালন, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি ব্যবসার কলাকৌশল জানতে আপনি আইটিডিজি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এসব বিষয়ে তাদের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলোর সাহায্যও নিতে পারেন। এ উৎপাদনমূলক ব্যবসাগুলো স্বল্প বিনিয়োগে যৎসামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে অথবা দেখে আপনি সহজেই শুরু করতে পারেন। তার চেয়ে বড় কথা এসব ব্যবসাগুলোতে পুঁজির চেয়ে মুনাফা তুলনামূলক বেশি। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন আপনার মেধা ও শ্রম দিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন কিনা?

সহযোগিতায় : **জব্বার হোসেন**

মাটি পরীক্ষার ব্যবসা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ৮০ ভাগ মানুষ কৃষির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট (BRRI) জমিতে সার প্রয়োগের পূর্বে মাটি পরীক্ষার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এর মাধ্যমে জানা যাবে কোন জমিতে কি ধরনের কতটুকু সার প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে মূলত অনুমানের ভিত্তিতে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়। ফলে জমি ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সার বেশি হলে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বেড়ে যায়। কম হলে ফলন কম হয় সুতরাং জমিতে সার ব্যবহারের আগে মাটি পরীক্ষা করে রাখা জরুরি। ১৫ হাজার টাকায় একটি যন্ত্র কিনে আপনি মাটি পরীক্ষা ব্যবসা শুরু করে দিতে পারেন। নতুন ধরনের এই ব্যবসা করার জন্য আগে সামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে নিতে হবে।

নারকেলের ছোবড়া দিয়ে সহজ প্রযুক্তিতে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হয়

পুঁজি একটু বেশি লাগলেও চপ্পল তৈরি বেশ লাভজনক

যন্ত্রটি ছাড়াও আরো কিছু রাসায়নিক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় মাটি পরীক্ষা করতে, যার দাম পড়বে ১০ হাজার টাকা। সরকার মাটির স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এ নীতি প্রণীত হলে মাটি পরীক্ষা ছাড়া সার ব্যবহার করা যাবে না। এর ফলে এ ব্যবসায় প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এখন কৃষকদের যদি বোঝানো যায় মাটি পরীক্ষার সুফল তবে ভালো ফল পাওয়া যাবে। প্রতিটি মাটির নমুনা পরীক্ষা করতে খরচ পরবে ৫০ থেকে ৭০ টাকা। তার বিপরীতে আপনি ১০০ টাকা করে কৃষকদের কাছ থেকে নিতে পারেন।